তারিখ 04 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কালের কণ্ঠ

শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে ১৪ কোটি টাকা কর বকেয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷ সাভার পৌর এলাকার বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের কাছে প্রায় ১৪ কোটি টাকা পৌর কর বকেয়া পড়ে আছে। সেবাগ্রহীতারা সময়মতো কর পরিশোধ না করায় পৌর এলাকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা জানান মেয়র আব্দুল গণি।

পৌর মেয়র আব্দুল গণি জানান, কর পরিশোধের জন্য বারবার শিল্প-কারখানার মালিকদের নোটিশ দেওয়া হলেও তারা পৌর কর্তৃপক্ষের নোটিশের জবাব দিচ্ছে না। তবে যেসব প্রতিষ্ঠান পৌর কর পরিশোধ করতে ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থাসহ ক্রোকি পরোয়ানা নোটিশও জারি করা হবে।

তিনি আরো বলেন, 'ফাঁকিবাজদের সতর্ক করে দিতে চাই। বকেয়া পৌর কর পরিশোধ করুন। কর ফাঁকি দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখানে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা হবে। তবে অযথা কেউ যাতে হয়রানির শিকার না হন সেটিও খেয়াল রাখা হবে।'

পৌর কর্তৃপক্ষ জানায়, পৌর কর খেলাপির তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উলাইল বাসস্ট্যান্ডে এলাকার আনলিমা টেক্সটাইল লিমিটেড। এ গ্রুপটির কাছে পৌর কর বকেয়া রয়েছে প্রায় ৮০ লাখ টাকা। এ ছাড়া একই এলাকার আলী-ইসলাম টেক্সটাইলের

সাভার

কাছে এক লাখ ৪৮ হাজার টাকা, এইচ আর টেক্সটাইলের কাছে দুই লাখ ৫২ হাজার টাকা, আইচানোয়াদ্দা এলাকার সাভার টেক্সটাইলের কাছে ১৪ লাখ টাকা, সাভার উপজেলা পরিষদের কাছে ১০ লাখ টাকা, স্টাইল ফেব্রিক্স লিমিটেডের কাছে ৭৪ হাজার টাকা, ক্যাপিটাল গার্মেন্টের কাছে ৯ লাখ টাকা, বেঙ্গল ফাইন সিরামিকের কাছে ১৭ লাখ ১১ হাজার টাকা, ব্লু-বার্ড গার্মেন্টের কাছে সাত লাখ ৫৫ হাজার টাকা, ভরসা সুপার মার্কেটের কাছে চার লাখ ৮৭ হাজার টাকা, রাজাবাড়ী ফেব্রিক্স লিমিটেডের কাছে এক লাখ ২৩ হাজার টাকা, উত্তরা ব্যাংকের কাছে আট হাজার টাকা, চৌরঙ্গী সুপার মার্কেটের কাছে ৭৯ হাজার টাকা, দীপিকা কিন্ডারগার্টেনের কাছে ৫৪ হাজার টাকা, ওফাজ উদ্দিন স্পিনিংয়ের কাছে ১২ লাখ ৬৮ হাজার টাকা, আইচানোয়াদ্দার চৌতালি টেক্সটাইলের কাছে এক লাখ ৩৮ হাজার টাকা, এরফান ফুড লিমিটেডের কাছে সাত লাখ ৪৬ হাজার টাকাসহ শতাধিক প্রতিষ্ঠানের কাছে সাভার পৌরসভার প্রায় ১৪ কোটি টাকার পৌর কর বকেয়া রয়েছে।

এদের মধ্যে এরফান ফুড লিমিটেড সম্প্রতি কর পরিশোধ হিসেবে পৌরসভাকে এক লাখ ৬৫ হাজার টাকার একটি চেক দিয়েছে। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ টাকা তুলতে গেলে এরফান ফুডের ব্যাংক হিসাবে টাকা না থাকায় ওই চেকটি ডিজঅনার হয়। এখন এরফান ফুড লিমিটেডের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থায় যাবে পৌর কর্তৃপক্ষ।